Islami Ain O Bichar
Vol. 21, Issue: 81
January-March. 2025

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2025-03-06
Published: 2025-08-10

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v21i81.288

The Status and Application of Istiṣlāḥ in Islamic Law An Analytical Study

Muhammad Kamrul Islam Rafiq*

Abstract

Islam, as a comprehensive way of life, is grounded in a legal framework derived primarily from four foundational sources: the Qur'an, the Sunnah, consensus, and analogical reasoning. However, in addressing newly emerging and complex socio-legal issues, particularly in light of evolving temporal and societal contexts, Islamic jurisprudence has also employed several complementary sources. Among these, Istiṣlāḥ—a juristic principle based on considerations of public interest—holds a prominent position. The conceptual foundation of istislāḥ can be traced back to the era of the Companions, exemplified by actions such as the compilation of the Qur'an, which prioritized public welfare despite the absence of a direct textual directive. The essential objective of Istiṣlāḥ is to facilitate legal rulings within the framework of the Sharīʿah in circumstances where no explicit guidance exists in the primary sources, yet a solution is necessary to preserve collective well-being. This paper adopts a descriptive and analytical methodology to explore the definition, classification, legal authority, and practical implementation of Istiṣlāḥ. The analysis demonstrates that the judicious application of istislāḥ provides a viable mechanism for ensuring that Islamic law remains both relevant and effective in addressing contemporary challenges. By offering a normative framework through which the higher objectives of the Sharīʿah—namely the promotion of welfare and the prevention of harm—can be preserved, Istislāḥ emerges not merely as a theoretical concept within fiqh, but as a dynamic and principled tool for sustaining the vitality of Islamic legal practice across changing contexts

Keywords: Islamic law, Istiṣlāḥ, Maṣlaḥa, Maṣlaḥa Mursalah, Maqāṣid al-Sharīʿah

* Muhammad Kamrul Islam Rafiq is an Assistant Professor, Dhaka Shiksha Board Laboratory School & College, Dhaka. Email: kamrulislamrafiq@gmail.com

ইসলামী আইনে ইসতিসলাহ-এর মর্যাদা ও প্রয়োগ : একটি বিশ্লেষণ

সারসংক্ষেপ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যার আইনগত ভিত্তি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে সমাজ ও সময়ের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে নতুন ও জটিল সমস্যার সমাধানে এই মূল উৎসগুলোর পাশাপাশি কিছু পরিপূরক উৎসেরও আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এসব পরিপূরক উৎসের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো ইসতিসলাহ বা জনস্বার্থভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি। এর মূল ধারণা সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই বিকশিত হয়েছে– যেমন কুরআনের সংকলনের ক্ষেত্রেও জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইসতিসলাহর মৌলিক উদ্দেশ্য হলো এমন পরিস্থিতিতে শরীয়তের আলোকে সমাধান প্রদান করা, যেখানে কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যান্য মূল উৎসে সরাসরি নির্দেশনা নেই, কিন্তু জনকল্যাণের স্বার্থে সমাধান আবশ্যক। এই প্রবন্ধে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করে ইসতিসলাহর পরিচয়, প্রকারভেদ, প্রামাণিকতা ও প্রায়োগিক বাস্তবতা- ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে স্পষ্ট যে, 'ইসতিসলাহ' এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামী আইন চর্চাকে যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কেননা এটি এমন এক তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করে, যার মাধ্যমে পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটেও শরীআহর মৌলিক উদ্দেশ্য–কল্যাণ অর্জন ও অনিষ্ট প্রতিরোধ–অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়। ফলে, ইসতিসলাহ শুধু একটি ফিকহি ধারণাই নয়, বরং তা শরীআহর প্রাণশক্তি রক্ষায় একটি কার্যকর নীতিগত উপায় হিসেবেও বিবেচিত।

মূলশব্দ: ইসলামী আইন, ইসতিসলাহ, মাসলাহাহ, মাসলাহাহ মুরসালাহ, মাকাসিদুশ শরীআহ

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং তাদের জন্য জীবনপথের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছেন আল-কুরআন, যা ইসলামী শরীআহর মূল ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিধানাবলী সংবলিত গ্রন্থ। কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস–এই চারটি মূল উৎস ইসলামী আইনের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। তবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সময়, সমাজ ও মানবিক চাহিদার পরিবর্তনের ফলে মুসলিম সমাজ এমন বহু নতুন ও জটিল বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে, যেগুলোর সরাসরি সমাধান এসব মূল উৎসে পাওয়া কঠিন। এই প্রেক্ষাপটে ফিকহবিদগণ শরীয়ার উদ্দেশ্য (مقاصد الشريعة) রক্ষা এবং মানবকল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু পরিপূরক উৎস নির্ধারণ করেছেন, যাদের মধ্যে অন্যতম কার্যকর উৎস হলো আল-ইস্তিসলাহ (الاستصلاح), যার অর্থ জনস্বার্থ বা কল্যাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ইস্তিসলাহ-এর ব্যবহার বিশেষত তখন প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে যখন কোনো সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা কিয়াসে পাওয়া না গেলেও, জনস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে শরীআহর মৌলিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়।

বিশেষত ফিকহুন নাওয়াযিল, অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যাবিষয়ক ইসলামী আইনের চর্চা, বর্তমান সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা, যা মুসলিম সমাজের নবউদ্ভূত বাস্তবতা ও জটিলতা মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। ইস্তিসলাহ শরীআহর মৌলিক উদ্দেশ্য–মাকাসিদ আশ-শারিয়াহ–অর্থাৎ ধর্ম, জীবন, সম্পদ, বংশ এবং বিবেকবোধের সুরক্ষা রক্ষার ক্ষেত্রে এক অবিচ্ছেদ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। ফিকহবিদগণ লক্ষ্য করেছেন যে, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস–এই চার মূল উৎসে সরাসরি নির্দেশনা অনুপস্থিত হলেও, জনস্বার্থ ও সর্বজনীন কল্যাণের ভিত্তিতে শরীআহসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ইস্তিসলাহ সময়োপযোগী সমাধানের পথ খুলে দেয়।

বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায়, যেখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক পরিবর্তন অভূতপূর্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে, সেখানে মুসলিম সমাজ প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হচ্ছে জটিল নতুন চ্যালেঞ্জের– যেমন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, পরিবেশ বিপর্যয়, ইসলামী অর্থনীতি, নারীর অধিকার এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা। এসব ক্ষেত্রের বহু বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর সমাধান নির্ধারণে প্রচলিত উৎসসমূহ নিরব, কিন্তু সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের লক্ষ্যে শরীআহর চেতনায় পথনির্দেশ প্রয়োজন। ইস্তিসলাহ এখানেই অনন্য। এটি ইসলামী আইনকে যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী করে তোলে এবং শরীআহর চিরন্তন আত্মা বজায় রেখে মানবকল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তোলে।

সুতরাং, ইস্তিসলাহ কেবল একটি ফিকহি তাত্ত্বিক পন্থা নয়; বরং এটি আধুনিক ফিকহ চর্চায় এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি, যা একদিকে ইসলামী শরীআহর ঐতিহ্যগত ভিত্তিকে সংরক্ষণ করে, অপরদিকে সময়ের চাহিদা, বাস্তবতা ও জনকল্যাণকে সংযুক্ত করে। এর ফলে ফিকহুন নাওয়াযিলের আওতায় গড়ে উঠেছে এক নব চিন্তাধারা, যা শরীআহকে যুগের চাহিদা আত্মস্থ করার সক্ষমতা রাখে এবং ইসলামী আইনশাস্ত্রকে করে তোলে জীবন্ত, গতিশীল ও মানবিক।

সাহিত্য পর্যালোচনা

ইসলামী আইনশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র হিসেবে মাসলাহাহ মুরসালাহ বা ইসতিসলাহ (জনকল্যাণভিত্তিক নীতি) আজ বিশ্বের নানা ভাষায় গবেষণা ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আরবি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ, গবেষণা, তত্ত্ব, গ্রন্থ ও জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে।

পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে যারা এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

- ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী (মৃ. ৫০৫ হি.)

তিনি *আল-মুসতাসফা* গ্রন্থে মাসলাহা মুরসালাকে 'ইসতিসলাহ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি রহ. বলেন, 'ইস্তিসলাহ' বা 'মাসালিহ মুরসালা' নামক একটি নীতিকে শরীয়তের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মাসালিহ বা উপকারিতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়–(১) যা শরীয়ত সমর্থন করেছে, যেমনঃ নেশাদ্রব্য হারাম হওয়ার পেছনে 'আকল রক্ষা'র মাসালিহ; (২) যা শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করেছে, যেমনঃ শরীয়ত বিরুদ্ধ যুক্তি দেখিয়ে কাফফারার বদলে অন্য শাস্তি নির্ধারণ; এবং (৩) যা শরীয়তে স্পষ্টভাবে না সমর্থিত, না প্রত্যাখ্যাত–এগুলো বিচার-বিবেচনার যোগ্য। এরপর লেখক বলেন, প্রকৃত মাসালিহ মানে শুধু উপকার বা ক্ষতি নয়, বরং তা এমন উপকারিতা যা শরীয়তের মূল পাঁচ উদ্দেশ্য (দীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ, সম্পদ) রক্ষা করে। অতএব, ইস্তিসলাহ তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তা শরীয়তের মৌলিক লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হয় (al-Ghazālī 1993, 173-4)।

- ইমাম আবু ইসহাক আশ-শাতিবী (মৃঃ ৭৮০ হিঃ)

তাঁর রচিত গ্রন্থ *আল-মুয়াফাকাত ফী উসূলিল ফিকহ* - এ মাকাসিদ ও ইসতিসলাহ বিষয়ে আলোচনা করে উসুলে ফিকহ এর গবেষণার কাজ এগিয়ে নেন। তাঁর অপর গ্রন্থ *আল-ইতিসাম* এর মধ্যে ইসতিসলাহ-এর দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেনঃ সাহাবীগণের কুরআন সংকলন, একটি মুসহাফে নির্দিষ্টকরণ, আমানতের খিয়ানতকারীকে জরিমানা করণ, অর্থ জরিমানা করে শাস্তি প্রদান ইত্যাদি।

আধুনিক সময়ে যেসব বিদগ্ধ আলেম এ ব্যাপারে কলম ধরেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

- আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, (মৃ. ১৯৫৫ খ্রি.)

তাঁর রচিত *ইলমু উসুলিল ফিকহ* গ্রন্থের চতুর্থ ভাগে শরীআহ আইনের জরুরীয়্যাত, হাজীয়্যাত, তাহসীনিয়্যাত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি শরীয়তের ৬ষ্ঠ দলীল হিসেবে মাসালিহ মুরসালাহ/ইসতিসলাহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে তিনি ইসতিসলাহ এর সংজ্ঞা, পরিচিতি, দৃষ্টান্ত, ইসতিসলাহ স্বীকারকারীদের দলীল, দলীল হওয়ার শর্তাদি, ইসতিসলাহ অস্বীকারকারীদের যুক্তি-প্রমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

- মুহাম্মদ আবু যাহরাহ (মৃ. ১৯৫৯ খ্রি.)

নিজের গ্রন্থ *উসুলুল ফিকহ* এর মধ্যে শরীয়তের ৮ নং দলীল হিসেবে মাসালিহ মুরসালাহ/ইসতিসলাহ এর আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি ইসতিসলাহ এর সংজ্ঞা, পরিচিতি, আভিধানিক-পারিভাষিক অর্থ ও এর শর্তসমূহ তুলে ধরেছেন। ইসতিসলাহ স্বীকারকারীদের দলীল বর্ণনা করেছেন। এরপর ইসতিসলাহ স্বীকারকারী ও অস্বীকারকারীদের মধ্যে মতানৈক্যের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। ইমাম মালিকের ইসতিসলাহের দৃষ্টান্তসমূহ তুলে ধরেছেন। তিনি এ বিষয়টিও স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, অকাট্য নসের সামনে ইসতিসলাহের কোন স্থান নেই।

- ড. মুস্তফা যায়েদ (মৃ. ১৯৭৮ খৃ.)

স্বীয় গ্রন্থ *আল-মাসলাহা ফীত তাশরীঈ* এর মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে মাসলাহা, ইসলামী মৌলিক আইনে (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) মাসলাহার দৃষ্টান্ত ও গুরুত্ব, সাহাবীদের কাছে এর গুরুত্ব, চার মাযহাবের ইমামদের দৃষ্টিভঙ্গী, জাহিরী ও

খারিজীদের কাছে এর গুরুত্ব ইত্যাদি শিরোনামে ব্যাপক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। অত:পর ইসতিসলাহ এর সংজ্ঞা, পরিচিতি এবং সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে হাদীসে এর বাস্তব ঘটনা ও উদাহরণসহ উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মাসালিহ এর তিনটি স্তর জরুরীয়্যাত, হাজীয়্যাত, তাহসীনিয়্যাত এর আলোচনা করেছেন।

- ড. মুস্তফা আহমাদ যারকা (মৃ. ১৯৯৯ খ্রি.)

জর্ডান ইউনিভার্সিটির শরীআহ অনুষদের বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইসতিসলাহ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম *আল-ইসতিসলাহ ওয়াল মাসালিহুল মুরসালাহ ফীশ শারীআতিল ইসলামীয়া ওয়া উসূলু ফিকহিহা* ।

এ গ্রন্থের শুরুতে তিনি কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের মতো ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং পরে ইসতিসলাহ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, ইসতিসলাহ মূলত ফিকহী বিধান প্রণয়নে একটি উৎস, যা জনকল্যাণমূলক প্রস্তাবনা, যদিও শরীয়তে তার পক্ষে বা বিপক্ষে সরাসরি কোনো দলিল নেই।

তিনি উল্লেখ করেন, ইসতিসলাহ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে– ইমাম মালিক ও নাজমুদ্দীন আল-তুফী এর পক্ষে থাকলেও, ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বিরোধিতা করেছেন।

এ গ্রন্থে তিনি ইসতিসলাহ বিষয়ক ৮টি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: সংজ্ঞা, কল্যাণ-অকল্যাণ চিন্তা, প্রয়োগের উদ্দেশ্য, বিধানের শ্রেণীবিন্যাস, ইসতিহসানের সঙ্গে তুলনা, পরিভাষার ইতিহাস, ইজতিহাদের গুরুত্ব এবং নসের সাথে ইসতিসলাহের সম্পর্ক ও মতভেদ।

বাংলা ভাষায় ড. আহমাদ আলীর *তুলনামূলক ফিকহ* গ্রন্থে ইস্তিহসান, মাসলিহ মুরালাহা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি, মতপার্থক্যের কারণ- ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। ড. রুহুল আমিন রব্বানীর *ইসলামী আইনের উৎস* গ্রন্থে মাসালিহ মুরসালাহর পরিচয়, এর প্রকারভেদ, এর প্রামাণিকতা স্বীকারকারী ও অস্বীকারকারীদের যুক্তি-প্রমাণ ও সেগুলোর পর্যালোচনা ছোট পরিসরে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়া মুহাম্মদ তাকী আমিনীর *ইলমুল ফিকহ: সূচনা, বিকাশ, মূলনীতি* ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে ইসতিসলাহ ও মাসলাহাহ মুরসালাহর সংজ্ঞা, এর ইল্লত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

প্রবন্ধ রচনার যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য ইসতিসলাহ বিষয়ক একটি সম্যক ও গবেষণাভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপনের প্রয়োজনে এই প্রবন্ধ রচনার মূল প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে। ইসলামী আইনের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্পর্কে বাংলায় প্রামাণ্য ও সুসংহত আলোচনা অপেক্ষাকৃত দুর্লভ হওয়ায়, আলোচ্য প্রবন্ধে ইসতিসলাহ বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ ও একাডেমিক মূল্যায়ন তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রবন্ধে ইসতিসলাহর ধারণাগত কাঠামো, তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, প্রাচীন উৎস ও বিকাশধারা, ইসলামী স্বর্ণযুগ ও পরবর্তী কালের প্রাসঙ্গিক উদাহরণ, শাস্ত্রবেত্তাদের মতামত, শ্রেণিবিন্যাস ও মতপার্থক্যজনিত কারণ আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে– যাতে পাঠকগণ ইসতিসলাহ ও মাসলাহাহ মুরসালাহ সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি বিশ্লেষণাত্মক ও তথ্যনির্ভর ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হন, যা তাদের উসূলে ফিকহ চর্চায় এক নতুন দৃষ্টিকোণ প্রদান করতে সাহায্য করবে।

‘ইসতিসলাহ’ এর পরিচয়

আরবী ‘ইসতিসলাহ’ এর মূল শব্দ صلح। অর্থ সৎ হওয়া, ঠিক হওয়া, সৎকর্মশীল হওয়া, শুদ্ধি, সংশোধন, সংশোধন চাওয়া, উপযোগী মনে করা, যোগ্য করা, জমি চাষাবাদ যোগ্য করা, উপযুক্ত হওয়া ইত্যাদি (Fazlur Rahman 2017, 638)।

صلح শব্দের সাথে অতিরিক্ত (ا ، س ، ت) যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে মূল অর্থের সাথে ‘অন্বেষণ’ (طلب) অর্থ যুক্ত হবে। সুতরাং ইসতিসলাহ অর্থ طلب المصلحة বা কল্যাণ অন্বেষণ। আর মাসালাহ (مصلحة) মূলত বিশৃংখলা (مفسدة) -এর বিপরীত।

আল-ইসতিসলাহ (الاستصلاح) ও মাসালিহ মুরসালাহ (المصالح المرسلة) পরিভাষাদ্বয়কে অনেক উসূলবিদ একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন ইমাম আল গাযালী রহ. তাঁর *আল-মুসতাসফা* গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

> الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح : وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها
>
> ধারণাপ্রসূত মূলনীতিসমূহের চতুর্থটি হলো ‘ইসতিসলাহ’: এ বিষয়ে–অর্থাৎ ‘মাসালিহ মুরসালা’ অনুসরণ করা বৈধ কি না–এ নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। সুতরাং, ‘মাসালাহা’ (কল্যাণ) শব্দের প্রকৃত অর্থ ও তার প্রকারভেদসমূহ পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য (al-Ghazālī 1993, 173)।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ইমাম গাযালী রহ. শিরোনামে ‘ইসতিসলাহ’ শব্দ ব্যবহার করলেও মূল আলোচনায় ‘মাসালিহ মুরসালাহ’ পরিভাষার আলোচনা করেছেন। এছাড়া কিছু সংখ্যক ফকীহ একে অন্য নামেও আখ্যায়িত করেছেন। যেমন ড. আহমদ আলী বলেন, মালিকী ও হাম্বালী মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণ সাধারণত ‘মাসালিহ মুরসালাহ’ কে ইসলামী শরীয়তের একটি দলীল হিসেবে প্রয়োগ করে থাকেন। আর হানাফী ও শাফি'য়ী মতাবলম্বী ইমামগণ যদিও 'মাসালিহ মুরসালাহ'কে সাধারণত শরীয়তের দলীল হিসেবে বিবেচনা করতে সম্মত নন; তবুও এ দুটি মাযহাবের অনেক সিদ্ধান্তের মধ্যেই এর নানারূপ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। আবার অনেকেই একে অন্য নামেও আখ্যায়িত করে থাকেন। যেমন- ইমাম আল-গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) রহ.

একে 'আল-ইস্তিসলাহ' (الاستصلاح) , কেউ কেউ একে 'ইসতিদলাল মুরসাল' (استدلال مرسل), ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী (৪১৯-৪৭৮হি.) ও ইবনুস সাম'আনী (৪২৬-৪৭৮ হি.) রহ. প্রমুখ একে 'আল-ইসতিদলাল' (استدلال) নামে অভিহিত করেছেন (Ali 2024, 452)।

ইসতিসলাহ এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ড. মুস্তফা আহমাদ যারকা বলেন,

الاستصلاح هو بناء الاحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة

ইসতিসলাহ হচ্ছে জনস্বার্থের ভিত্তিতে ফিকহ বিষয়ক হুকুম বা বিধান গঠন করা বা নির্ধারণ করা (al-Zarqā 1988, 39)।

ইমাম শানকিতী রহ. বলেন,

الاستصلاح، وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره

ইস্তিসলাহ ফিকহের এমন একটি অবস্থা, যার বিষয়ে শরীয়ত না প্রত্যাখ্যান করেছে, আর না তা অনুমোদন করেছে (al-Shanqīṭī 2001, 200)।

ড. আব্দুল আযীয বিন আব্দুর রহমান রবীয়াহ ইসতিসলাহ প্রসঙ্গে বলেন,

هو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة (أي مطلقة) بمعنى أنه لم يرد عن الشارع دليل معين على اعتبارها أو إلغائها

ইসতিসলাহ হলো জনস্বার্থের উপর ভিত্তি করে স্পষ্ট নস বা ইজমা নেই এমন কোন বিষয়ে হুকুম বা বিধান বের করা, যা গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তদাতার পক্ষ থেকে কোন দলীল-প্রমাণ নেই (al-Rabī'ah 1979, 120)।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো অনুধাবন করা যায় তা হল:

- ইসতিসলাহ হলো জনস্বার্থের ভিত্তিতে হুকুম নির্ধারণ। এর দার্শনিক গুরুত্ব হলো, এটি ফিকহে একটি ডাইনামিক ও প্রসঙ্গনির্ভর (contextual) নীতি, যা সময়, সমাজ ও প্রয়োজনের আলোকে শরীয়তের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতে সহায়তা করে।
- এটি একটি উসূলি পরিভাষা, যা বিশেষত আল-মাসলাহা ও আল-মাকাসিদ ভিত্তিক চিন্তার অংশ।
- এটি নসভিত্তিক প্রামান্য নির্ভরতার বাইরে গিয়েও একটি ন্যায়ভিত্তিক শরিয়ত চর্চার পথ দেখায়।
- এই পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী আইন প্রাসঙ্গিকতা, মানবিকতা এবং বাস্তবতার সাথে যুক্ত থাকে।

ইসতিসলাহ এর তাত্ত্বিক কাঠামো

ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিকাশে ইসতিসলাহ তথা কল্যাণ অন্বেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমাজে শান্তি, সমন্বয়, সংশোধন এবং সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অপরিহার্য

আদর্শ। যদিও ইসতিসলাহ একটি উসূলি পরিভাষা হিসেবে পরবর্তী যুগে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে, তবে কুরআন ও হাদীসের নৈতিক নির্দেশনায় এর মৌলিক ভিত্তি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নে তা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হল:

১. আল- কুরআন

সুরা হুজরাত-এর ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংশোধন সাধনের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ﴾

নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পরের ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা নিজেদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও, আর আল্লাহকে ভয় করো; যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হও (al-Qur'ān, 49:10)।

এই আয়াতটিতে فَأَصۡلِحُواْ (তোমরা সংশোধন করো) শব্দটির মাধ্যমে ইসতিসলাহ-এর মৌলিক ধারণার ভিত্তি সূচিত হয়েছে। এখানে শান্তি ও কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে সামাজিক সংশোধনের আহ্বান জানানো হয়েছে, যা ইসতিসলাহ-এর অন্তর্নিহিত দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২. আল-হাদীস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিসলাহ তথা পরস্পরের সম্পর্ক উন্নয়ন ও কলহ নিরসনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন:

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا بَلَى، قَالَ: إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে জানাব না, যা রোযা, নামায ও সদকার চেয়েও উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম বললেন: অবশ্যই জানাবেন। তখন তিনি বললেন: তা হলো পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন। আর সম্পর্কের অবনতি হলো এমন একটি ধ্বংসকারী বস্তু, যা (দীনকে) মুছে ফেলে (Abū Dāwūd Nd, 4919)।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ইসলামী সমাজব্যবস্থায় শান্তি ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা শুধুমাত্র নৈতিক দিক থেকেই নয়, বরং তা ইবাদতের মর্যাদাসম্পন্ন একটি কাজ।

৩. ফকীহদের চিন্তাধারা

প্রখ্যাত ফকীহ ইমাম ইজ্জুদ্দিন আবদুস সালাম রহ. বলেন,

والشريعة كلها مصالح تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح، فإذا سمعت الله يقول: "يا أيها الذين آمنوا" فتأمل وصيته بعد ندائه ، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه أو جمعا بين الحث والزجر

সম্পূর্ণ শরীআহই হলো মাসলাহা–এটি ক্ষতির প্রতিরোধ করে কিংবা কল্যাণ সাধন করে। তুমি যখন আল্লাহর এই বাণী শুনবে: *'হে মুমিনগণ!'*, তখন লক্ষ্য করো–আল্লাহ তাঁর আহ্বানের পর কী উপদেশ দিচ্ছেন। তুমি দেখবে, তিনি হয়

কোনো উত্তম বিষয়ের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছেন, নয়তো কোনো অপকর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন, অথবা একই সঙ্গে উভয় দিক–উৎসাহ ও নিষেধ–উপস্থাপন করছেন (Ibn ‘Abd al- Salām 1991, 1:11)।

অন্যত্র তিনি রহ. বলেন,

ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شر دقه وجله، فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرئ المفاسد، والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرئ المصالح، وقد قال عز وجل: " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

যদি আমরা কুরআন ও সুন্নাহর বাণীতে নিহিত উদ্দেশ্যগুলো অনুসন্ধান করি, তবে জানতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কল্যাণকর কাজের, হোক তা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ–সব কিছুর আদেশ দিয়েছেন, এবং প্রতিটি অকল্যাণ বা অনিষ্টকর বিষয় থেকে, হোক তা সামান্য বা বড়–সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। কারণ, "কল্যাণ" বলতে বোঝায় এমন সব কাজ বা পদক্ষেপ, যা উপকার বয়ে আনে এবং ক্ষতি বা অনিষ্ট দূর করে। অন্যদিকে, অকল্যাণ বলতে বোঝায় এমন সব কাজ, যা ক্ষতি ডেকে আনে এবং উপকার পাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও ভালো কাজ করে, সে তা দেখতে পাবে; এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও মন্দ কাজ করে, সেও তা দেখতে পাবে” (Ibid, 2:189)।

ইমাম শাতেবী রহ. বলেন,

ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، فذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات

প্রমাণিত যে, শরীয়ত প্রণয়নের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য করেছেন–এমনভাবে যে, এতে সামগ্রিক কিংবা আংশিক কোনোটির ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত না হয়। এই কল্যাণ হতে পারে জরুরীয়্যাত (জরুরি), হাজীয়্যাত (প্রয়োজনীয়), কিংবা তাহসীনিয়্যাত (সৌন্দর্যবর্ধক) - যেকোনো পর্যায়ের (al-Shāṭibī 1997, 2:62)।

তাঁদের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, ইসলামী শরীআহ কেবল কিছু গৎবাঁধা আইনগত কাঠামো নয়, বরং তা একটি কল্যাণভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। শরীআহর প্রত্যেকটি নির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞার পেছনে রয়েছে মানবজীবনের উপকার ও সমাজের ভারসাম্য রক্ষার গভীর লক্ষ্য। শরীআহর মূল দর্শন হলো–মানব জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং প্রতিটি ক্ষতিকর দিক থেকে মানুষকে দূরে রাখা। এটিই মূলত ইসতিসলাহ বা মাসলাহা মুরসালার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি, যা শরীআহর গভীর উদ্দেশ্য অনুধাবন ও বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে।

মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগে ইসতিসলাহর প্রয়োগ

ইসলামী আইনশাস্ত্রে ইসতিসলাহ বা মাসলাহা (কল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত) কালের পরিক্রমায় একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদিও প্রাথমিকভাবে এটি পরিভাষাগতভাবে সংজ্ঞায়িত ছিল না, তবুও ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে নানা ঘটনা ও প্রয়োগে এই ধারণা অনুশীলিত হয়ে এসেছে। ইসতিসলাহ-এর ইতিহাস ও বিকাশ বোঝার সুবিধার্থে এর আলোচনাকে যুগভিত্তিক পর্যালোচনা করা যায়:

- **নবুওয়াতী যুগে ইসতিসলাহ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত**

নবুওয়াতের যুগ (৬১১-৬৩৩ খৃ.) ছিল ইসলামী বিধান প্রবর্তনের যুগ। তখন কুরআন ও ওহীই ছিল মূল উৎস, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হতো। ফিকহ ও উসূলুল ফিকহের সূক্ষ্ম উপাদানসমূহ তখনো স্পষ্টভাবে পরিভাষায় রূপ নেয়নি, তবে বাস্তব জীবনে এর চর্চা ঘটেছিল কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার মাধ্যমে। সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন মাসআলার সমাধান আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নিকট থেকে গ্রহণ করতেন, এবং প্রয়োজনে তাঁর অনুমতিক্রমে ইজতিহাদও করতেন। এ সময়ের ইসতিসলাহ ভিত্তিক সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে বদরের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি।

বদর যুদ্ধের পর কুরাইশ বংশীয় বন্দিদের বিষয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবীদের পরামর্শ নেন। আবু বকর রা. প্রস্তাব করেন তাদের থেকে ফিদইয়া (মুক্তিপণ) গ্রহণের, যাতে তারা ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে এবং মুসলিম শক্তি বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে উমর রা. মত দেন, যেহেতু তারা ইসলামবিদ্বেষী নেতৃত্বের প্রতীক, তাই তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ পরিশেষে মাসলাহা বা জনকল্যাণ বিবেচনায় ফিদইয়া গ্রহণ করে বন্দিদের মুক্তি দেন। এটি একটি পরিষ্কার ইসতিসলাহ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত, যা তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতায় মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

- **সাহাবীদের যুগে মাসলাহা ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত**

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর ওফাতের পরের সময়কাল (৬৩৩-৬৬১ খৃ.) সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ইসতিসলাহ ধারার আরও চর্চা দেখা যায়। তাঁরা নব উদ্ভূত বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর সরাসরি দলীল অনুপস্থিত থাকলে মাসলাহা মুরসালার ভিত্তিতে সমাধান গ্রহণ করতেন।

যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পরে তাঁর দাফনের আগেই আবু বকর রা. কে খলীফা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যাতে উম্মাহর নেতৃত্ব সংকট নিরসন হয়। এছাড়া ইসলামের আর্থিক কাঠামো সুরক্ষার্থে খলীফা আবু বকর রা. এর যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য খরচ প্রদানের ব্যবস্থা এবং কুরআন সংকলনের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি ইসতিসলাহ বা মাসলাহা ভিত্তিক সিদ্ধান্তের উদাহরণ।

খলীফা উমর রা. তাঁর শাসনামলে (৬৩৪-৬৪৪ খৃ.) কুরআন ও হাদীসে সরাসরি দলীল না পেলে প্রেক্ষাপট ও কল্যাণ বিবেচনায় ইসতিসলাহ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তিনি বিচারপতি আবু মুসা আশআরীকে এক পত্রে লেখেন:

> اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك
>
> সমতুল্য ও সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলো জেনো, এরপর সেগুলোর উপর ভিত্তি করে সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করো (al-Subkī 1991, 2)।

এছাড়াও তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য ইসতিসলাহমূলক পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- মদপানকারীর জন্য শাস্তি ৪০ বেত্রাঘাত থেকে ৮০-তে উন্নীতকরণ।
- আমানতের খিয়ানতকারীর জন্য ক্ষতিপূরণ ধার্যকরণ।
- দিওয়ান ও ব্যাটালিয়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন–সেনাবাহিনীকে সাংগঠনিক কাঠামোতে রূপদান।
- দপ্তর-অধিদপ্তর ও মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করা:

দিন দিন ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় উমর রা. এর সময়কালে কাজ, যোগাযোগ ও সুব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ, দপ্তর, পরিদপ্তর ও জাতীয়ভাবে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়। রাসূল সা. এর যুগে এর কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। খলিফা উমর রা. ইসতিসলাহ (কল্যাণ) বিবেচনায় তা চালু করেন।

- কারাগার প্রথা চালু করে অপরাধ দমন ব্যবস্থা উন্নয়ন।

খলীফা উসমান রা. এর সময়ে ইসতিসলাহ প্রয়োগের উদাহরণ নিম্নরূপ:

- কুরআন সংকলন
- জুমার নামাজে হযরত উসমান রা. এর দ্বিতীয় আযান চালু করা:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে জুমার নামাজে খুতবার সময়কার আযান প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে ইসলাম ও মুসলিম সাম্রাজ্য দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলে এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ বিভিন্ন কাজে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় মাসলাহা বা জনকল্যাণ বিবেচনায় মানুষের জ্ঞাতার্থে দ্বিতীয় আযান চালু করেন। এর মধ্যে রয়েছে মাসলাহা। এটি না হলে কর্মব্যস্ত অধিকাংশ মানুষ জুমার নামাজ সম্পন্ন করা অত্যন্ত দুরূহ হত।

ইমাম মালিক রহ. মাসলাহাকে যে কারণে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন তা বর্ণনা করতে যেয়ে ইমাম আল শানকিতি রহ. বলেন,

> و دليل مالك على مراعاتها اجماع الصحابة عليها كتولية أبي بكر لعمر واتخاذ عمر سجناً وكتبه أسماء الجند في ديوان , واحداث عثمان لأذان آخر في الجمعة وأمثال ذلك كثيرة جداً
>
> ইমাম মালিক রহ. এর মাসলাহা মুরসালার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার প্রমাণ হলো সাহাবাগণের ঐক্যমত (ইজমা)। যেমন: আবু বকর রা. কর্তৃক ওমর রা. কে খলীফা নিযুক্ত করা, ওমর রা. এর কারাগার নির্মাণ করা এবং সৈন্যদের নাম তালিকাভুক্ত করে দিওয়ান তৈরি করা, উসমান রা. কর্তৃক জুমার দিনে দ্বিতীয় আযান চালু করা ইত্যাদি। এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে (al-Shanqīṭī 2001, 203)।

- **তাবেয়ীন ও ইমামগণের যুগে ইসতিসলাহর ব্যবহার**

তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীদের যুগে (৭৩৩-৮০৩ খৃ.) উদ্ভূত নতুন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবতায় ইসতিসলাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। তাঁরা কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ অনুসরণ করেই ইসতিসলাহ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। যদিও ইসতিসলাহ তখনো আলাদা শাস্ত্র বা স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে রচিত হয়নি, তবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা অনুশীলিত হতো।

উমাইয়া খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযিয রহ. (৬৮২-৭২০ খ্রি.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয়। এ সময় হাদীস সংকলন ছিল ইসতিসলাহ-এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তিনি তখনকার মদীনাবাসীকে উদ্দেশ্য করে লেখেন,

> انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله
>
> আপনারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগী হোন এবং তা লিপিবদ্ধ করুন। কারণ আমি জ্ঞান (হাদীস) ও জ্ঞানীদের (হাদীস বর্ণনাকারীদের) বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা করছি (al-Dārimī 2000, 505)।

অনুরূপ এক পত্রে তিনি ইবনে শিহাব যুহরীকে হাদীস সংকলনের নির্দেশ দেন। এরূপ ইসতিসলাহ না হলে হাদীসের বিশাল ভান্ডার সংকলিত হতো না। ফলে মুসলিম জাতি জীবন পরিচালনার পথ হারিয়ে ফেলত।

ফিকহ বিষয়ক জিজ্ঞাসায় গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, চার মাযহাবের ইমামগণ ইসতিসলাহ গ্রহণ করেছেন। তবে তাদের গ্রহণের ধরণ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন শাফেয়ীগণ ইসতিসলাহকে কিয়াস হিসেবে, হানাফীগণ ইসতিহসান হিসেবে ক্ষেত্রবিশেষে গ্রহণ করেছেন।

মাসলাহার প্রকারভেদ

ইসলামী শরীয়তে মাসলাহা প্রধানত তিন প্রকার। ইমাম আল-গাযালী রহ. তাঁর *আল-মুসতাসফা* গ্রন্থে ইসতিসলাহ'র অর্থকে ভালভাবে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই মাসলাহার প্রকার ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইসতিসলাহকে মাসলাহার তৃতীয় প্রকার তথা মাসলাহা মুরসালার সমার্থক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে বিষয়বস্তু বোঝার সুবিধার্থে নিম্নে মাসলাহার প্রকারসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল:

এক. গ্রহণযোগ্য মাসলাহাহ (المصالح المعتبرة)

এ প্রকারের মাসালিহ'র গ্রহণযোগ্যতা শরীআহ'র দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত এবং তা শরীআহ'র স্বতন্ত্র দলিল হিসেবে বিবেচিত। এ প্রকারের মাসালিহ মূলত শরীআহ নস্ এবং ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত হিকমাত ও তাৎপর্যের মাধ্যমে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় তা কিয়াস

তথা তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমেও সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

দুই. প্রত্যাখ্যাত মাসালিহ (المصالح الملغاة)

এ প্রকারের মাসালিহ যা শরীআহ'র দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত। এর গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে শরীআহ'র কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। ফলে কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য কিংবা বিবেচনার উপযুক্ত নয়।

তিন. মাসালিহ মুরসালাহ (المصالح المرسلة)

এমন প্রকার মাসালিহ যা গ্রহণযোগ্য হওয়া কিংবা না হওয়ার ব্যাপারে শারীয়াহ'র সুস্পষ্ট কোন দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সার্বিকভাবে শারীয়াহ'র দলিল-প্রমাণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এ প্রকার মাসালিহ বিবেচিত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে (Rahman 2020, 108-9)।

মাসলাহার এ প্রকারভেদ ইসতিসলাহকে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে। বিশেষ করে মাসালিহ মুরসালার ধারণা আধুনিক কালে বহু বাস্তব সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদমূলক চিন্তাকে উৎসাহিত করে, যেখানে সরাসরি দলিল অনুপস্থিত থাকলেও শরীআহর মূল উদ্দেশ্য অনুসরণে কল্যাণকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

'ইসতিসলাহ' এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে মতভিন্নতা

ইসতিসলাহ ইসলামী আইনশাস্ত্রের কোন ধরনের দলীল বা আদৌ কোনো দলীল কিনা-এ নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণত দুটি চিন্তাধারা বিদ্যমান। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তা উল্লেখ করা হলো:

প্রথম মত: 'ইসতিসলাহ' ইসলামী শরীয়তের 'স্বতন্ত্র' দলীল নয়

ইসতিসলাহ শরীয়তের 'স্বতন্ত্র' দলীল নয়, এটি শাফেয়ী ও হানাফীদের চিন্তাধারা। তাঁরা শরীয়তের স্বতন্ত্র দলীল-প্রমাণ হিসেবে 'ইসতিসলাহ'র প্রয়োগে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। যেমন, ইমাম ইবনুল হুম্মাম রহ. তাঁর *আত-তাহরীর* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> والمصالح المرسلة أثبتها مالك ومنعها الحنفية وغيرهم
>
> মাসালিহ মুরসালাহকে ইমাম মালিক দলীল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আর হানাফী ও অন্যরা তা নিষেধ করেছেন (Ibn al-Hummām 1351H, 520)।

ইবনুল হুম্মাম এখানে 'অন্যান্য' বলতে কাদেরকে বুঝিয়েছেন সেই ব্যাখ্যায় ইবনে আমীর হাজ্জ (মৃ. ৮৭৯ হি.) বলেন,

> منهم أكثر الشافعية ومتأخرو الحنابلة
>
> তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অধিকাংশ শাফেয়ীগণ এবং পরবর্তী (মুতাআখখির) হাম্বলীগণ (Ibn Amīr Ḥājj 1983, 3: 286)।

যারা 'ইসতিসলাহ'কে স্বতন্ত্র দলীল হিসেবে স্বীকার করেননি, তাঁদের যুক্তি ও চিন্তাধারা ড. যুহাইলী রহ. নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেন,

> بأن الشريعة راعت مصالح الناس بالنص والإجماع والقياس، فكل مصلحة لها شاهد من هذه الأدلة، وأن المصلحة التي لا يشهد لها دليل شرعي ليست في الحقيقة مصلحة، وإنما هي وهم، كما أن بناء الأحكام على مجرد المصلحة فيه فتح لباب التشريع أمام أصحاب الأهواء وحكام السوء والفساد بأن يشرعوا ما يحقق أغراضهم وأهواءهم بحجة المصلحة، ولذا فإن حفظ مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكل مصلحة لا ترجع لواحد مما سبق فهي باطلة
>
> শরীয়ত কুরআন, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ ও স্বার্থসমূহকে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রত্যেক প্রকৃত কল্যাণের জন্য এই উৎসসমূহের মধ্যে অন্তত কোনো একটি দলীল বিদ্যমান থাকে। যে স্বার্থ বা কল্যাণের পক্ষে শরয়ী কোনো দলীল নেই, তা প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ নয়; বরং তা কেবলমাত্র কল্পনালব্ধ বা বিভ্রান্তিকর ধারণা। শুধু মাত্র 'মাসলাহা' বা স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে শরয়ী বিধান প্রণয়ন করা হলে, তা প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর জন্য শরীয়তের নামে নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই কারণে শরীয়তের উদ্দেশ্য (مقاصد الشريعة) রক্ষা কেবলমাত্র কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমেই নিরূপিত হতে পারে। আর যে মাসলাহা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা কিয়াস–এই মূল শরয়ী উৎসসমূহের অন্তত একটি দ্বারা সমর্থিত নয়, তা অগ্রহণযোগ্য (al-Zuḥaylī 2006, 1:255)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসতিসলাহ বা মাসলাহা মুরসালা গ্রহণে অস্বীকারকারীগণ মূলত নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন:

- শরয়ী দলীলের উপস্থিতি

তাঁরা মনে করেন, প্রকৃত মাসলাহা (কল্যাণ) তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা কিয়াস–এই স্বীকৃত শরয়ী উৎসগুলোর অন্তত একটি দ্বারা সমর্থিত হয়। যে কল্যাণের পক্ষে কোনো শরয়ী দলীল নেই, তা প্রকৃত কল্যাণ নয়; বরং তা ভ্রান্ত কল্পনা বা ভুল ধারণা।

- শরীয়তের অপব্যবহার রোধ

তাঁরা আশঙ্কা করেন, যদি শুধুমাত্র 'মাসলাহা'র ভিত্তিতে শরয়ী বিধান নির্ধারণ করা হয়, তবে তা প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক, ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী শরিয়তের নামে নিজেদের মনগড়া উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথ খুঁজে পাবে। তাই একে 'বিধান প্রণয়নের বিপজ্জনক দরজা' হিসেবে দেখেন।

- মাকাসিদুশ্ শরীআহ রক্ষায় নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি

তাঁদের মতে, শরীয়তের উদ্দেশ্য রক্ষা পাবে তখনই, যখন তা স্বীকৃত দলীল (কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস) এর মাধ্যমে নিরূপণ করা হবে; শুধুমাত্র অনুমাননির্ভর স্বার্থ বা সুবিধার ওপর ভিত্তি করে নয়।

ইসতিসলাহের সর্বাপেক্ষা বিরোধীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাইফুদ্দীন আল-আমিদী (মৃ. ৬৩১ হি.) প্রথমে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন পরে শাফিয়ী অনুসারী হন) এবং ইবনুল হাজিব (মৃ. ৬৪৬ হি.), এর কিছুকাল পরে ইসতিসলাহ বিরোধীদের তালিকায় প্রখ্যাত হাম্বলী ধর্মতাত্ত্বিক ইবনে তাইমিয়্যার (মৃ. ৭২৮ হি.) নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি তাঁর পুস্তিকায় ইসতিসলাহ সম্পর্কে মতামত তুলে ধরেন। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন যে, বহু শাসক এবং সাধারণ মানুষ ইসতিসলাহ উৎসের প্রতিকূলে বা এর অজ্ঞানতাবশত খারাপ কাজে প্রয়োগ করেছে (The Board Of Editors 2006, 5: 429)।

উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাবে 'মাসালিহ মুরসালাহ'কে স্বতন্ত্র দলীল হিসেবে গণ্য না করা হলেও মাসলাহার ভিত্তিতে 'ইস্তিহসান'কে শরীয়তের দলীল হিসেবে গণ্য করা হয় (Ali 2024, 452)। আর শাফেয়ী মাযহাবে সরাসরি 'মাসালিহ মুরসালাহ' গ্রহণ করা না হলেও অনেক সময় একে 'কিয়াস' এর অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন মাসআলায় প্রয়োগ করা হয়েছে। সম্ভবত এদিকে লক্ষ্য করেই ড. আব্দুল করিম যায়দান বলেছেন,

> وقد نسب إلى الشافعية والحنفية القول بإنكار المصلحة المرسلة، ولكننا نجد في فقههم اجتهادات قامت على أساس المصلحة
>
> মাসলাহা মুরসালাহ অস্বীকারের বিষয়টি শাফেয়ী ও হানাফীদের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। তবে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁদের ফিকহে এমন অনেক ইজতিহাদ রয়েছে যা মূলত মাসলাহার ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছে (Zaydān ND, 238)।

দ্বিতীয় মত: 'ইসতিসলাহ' ইসলামী শরীয়তের স্বতন্ত্র দলীল

মালিকী ও হাম্বলী মতালম্বী আলেমদের মতে ইসতিসলাহ ইসলামী শরীয়তের একটি স্বতন্ত্র দলীল এবং আইনের একটি আলাদা উৎস যা মুজতাহিদগণ বিশ্লেষণপূর্বক উদঘাটন করেন। তাঁদের মতে এটি একটি যুক্তিপূর্ণ দলীল যার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য আইনগত প্রমাণের উপর নির্ভর না করেও আইন প্রণয়ন বা সমাধান করা সম্ভব। বিশেষ করে ইসলামী আইনে ইসতিসলাহ বা মাসলাহা পদ্ধতির বিকাশে ইমাম মালিক ইবন আনাস রহ. ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মালিকি মাযহাব একটি মৌলিক ও পথপ্রদর্শক ভূমিকা পালন করেছে। তিনিই সর্বপ্রথম এ পদ্ধতির স্বতন্ত্রতা ও শরয়ী গ্রহণযোগ্যতার দিকটি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেন এবং মাসালিহে মুরসালা বা কল্যাণমূলক স্বার্থকে শরীয়তের স্বতন্ত্র ও স্বীকৃত উৎস হিসেবে বিবেচনার প্রস্তাব করেন। ফলত ইমাম মালিক রহ. ও তাঁর অনুসারীগণসহ হাম্বলী মাযহাবের বহু আলিম-ফকীহ ইসতিসলাহকে একটি পূর্ণাঙ্গ শরঈ দলীল হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং তা থেকে শরয়ী বিধান প্রণয়নের উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে মালিকী আলিমগণ এই তত্ত্বকে অধিকতর বিকশিত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রায়োগিক স্তরে সমৃদ্ধ করে তোলেন। ইমাম দাকীকুল ঈদ রহ. বলেন,

> نَعَمْ،الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما
>
> হ্যাঁ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই প্রকারের (ইসতিসলাহ বা মাসলাহা প্রয়োগে) ক্ষেত্রে ইমাম মালিক রহ. অন্য ফকীহদের তুলনায় অগ্রাধিকার ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁর পরেই অবস্থান করছেন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ.। যদিও অন্য ইমামগণও সামগ্রিকভাবে এ পদ্ধতির কোনো না কোনো পর্যায়ে দলীল হিসেবে বিবেচনা করেছেন, তথাপি অন্যদের চাইতে এই দুই জন ইমামের এ পদ্ধতির প্রয়োগে একটি সুস্পষ্ট অগ্রাধিকার পরিলক্ষিত হয় (al-Zarkashī 1994, 8:84)।

মালিকী ফিক্‌হ অন্যান্য মাযহাবের ফিক্‌হ থেকে মাসালিহ-এর কারণে স্বতন্ত্র অবস্থান পেয়েছে। এ কারণেই এ ফিক্‌হকে 'ফিকহুল মাসালিহ'ও বলা হয়। ইমাম মালিক রহ. মূলত সাহাবীগণের অনুকরণে শরী'আতের এ উৎসকে গ্রহণ করেন। তিনি মাসলাহা গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। যেসব শর্ত থেকে স্পষ্ট হয়, তিনি মুক্ত মাসালিহ প্রয়োগ করেননি; বরং এ ব্যাপারে কঠোরতা ও শিথিলতার মাঝামাঝি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন এবং প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী নস-এর বিপক্ষে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেননি (Ruhul Amin 2023, 149)।

মালিকি মাযহাবের আলিমগণের বক্তব্য অনুযায়ী, ইসতিসলাহ এমন একটি শরঈ ভিত্তি যার উপর দাঁড়িয়ে বিধান নির্ধারণ সম্ভব; এক্ষেত্রে শরীয়তের অন্যান্য উৎসের (যেমন কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা কিয়াস) প্রত্যক্ষ উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। তাঁদের যুক্তি হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম যেসব মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন–যেমন খিলাফত প্রতিষ্ঠা, কুরআনের সংকলন ইত্যাদি–তা মাসলাহা ও ইসতিসলাহ পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ ছিল। এই দৃষ্টান্তসমূহ প্রমাণ করে যে, ইসতিসলাহ একটি কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য শরঈ পন্থা (Ibn Amīr Ḥājj 1983, 3: 286)।

ইসতিসলাহ বৈধ হওয়ার শর্ত

ইসলামী আইনের অসংখ্যা শাখা-প্রশাখা এবং ধারা-উপধারা রয়েছে। এ সম্পর্কে ব্যাপক ও যথোপযুক্ত ধারণা না থাকার কারণে ইসতিসলাহর বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনায় ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এর ব্যবহারে যত বেশী দূরে থাকা যায় এবং সতর্কতা অবলম্বন করা যায় ততই মঙ্গল। ইসতিসলাহ এর ভুল বা অস্পষ্ট ব্যাখ্যা মানুষকে ক্ষতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। এ কারণে ইসলামী শরীয়তে ইসতিসলাহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে। ইতসিলাহকে যারা বৈধ মনে করেন, তাঁরা এ বিষয়ে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছেন; যথা:-

প্রথম শর্ত: এটি অবশ্যই সামগ্রিক স্বার্থ ও সমষ্টিগত জনকল্যাণমূলক কাজ বা বিষয় হতে হবে, যাতে তা মানুষের উপকার করে বা ক্ষতি প্রতিরোধ করে। তবে কস্মিনকালেও কারো বাহ্যিক বা কাল্পনিক ব্যক্তি স্বার্থ এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত: এটি সমগ্র জাতির জন্য বা অধিকাংশের জন্য একটি ব্যাপক ও সামগ্রিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় হতে হবে। কারো একক স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ধর্তব্য বা লক্ষ্যণীয়

নয়। যারা সমাজে নির্দিষ্ট ছোট দল, তাদের সুবিধা ধর্তব্য নয়, কারণ তা ব্যাপক ও সামগ্রিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। তাই ইসতিসলাহ সর্বাবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থে নয়, বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে হতে হবে।

তৃতীয় শর্ত: ইসতিসলাহ এর ভিত্তিতে রায়সমূহ কখনো নস (কুরআন-হাদীসের ভাষ্য ও স্পষ্ট বিধান) বা ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন বা রায়ের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

যেমন একটি ফতোয়ার কথা আলেমদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইমাম শাতেবি রহ. তাঁর 'আল-ই'তিসাম' গ্রন্থে ইবনে বাশকুওয়াল (ابن بشكوال) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রখ্যাত ফকীহ ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আন্দালুসিয়ার শাসক আব্দুর রহমান বিন হাকামকে রমযানে যৌন মিলনের মাধ্যমে রোজা ভঙ্গের কাফফারা হিসেবে টানা দুই মাস রোযা রাখার ফতওয়া প্রদান করেন, যা ছিল প্রচলিত মালেকী মাযহাবের ফতোয়ার বিপরীত। মালেকী মাযহাব অনুযায়ী রমযানে যৌন মিলনের কাফ্ফারা হলো : দাসমুক্তি, খাদ্য প্রদান ও রোযা রাখার মাঝে যে কোন একটি বেছে নেয়া। তৎকালীন আলেমগণ তাঁর কাছে এ ব্যাপারে কৈফিয়ৎ তলব করলে তিনি জবাব দেন এভাবে যে,

> لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود
>
> যদি আমরা তার জন্য এই দরজা খুলে দেই (অর্থাৎ, দাসমুক্তি) তাহলে প্রতিদিন সহবাস করে একটি করে দাস মুক্ত করাটা তার জন্য সহজ হবে। কিন্তু আমি সর্বাধিক কঠিন কাজের কথা বলেছি যাতে সে এর পুনরাবৃত্তি না করে (al-Shāṭibī 1992, 2:611)।

ইমাম শাতেবি রহ. এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, যদি এ বর্ণনা ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া রহ. এর পক্ষ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় তাহলে বলতে হয় তিনি ইজমা'র বিরোধিতা করেছেন (Ibid)।

এ বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে অবৈধ, কারণ এটি হাদিসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। হাদীসে প্রথমে একজন ক্রীতদাস মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যদি তা সম্ভব না হয় তবে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোযা রাখতে বলা হয়েছে।

ইমামুল হারামাইন আল জুওয়াইনি রহ. এ ঘটনা উল্লেখ করে উক্ত ফতোয়ার তীব্র সমালোচনা করে এর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন,

> ولو ذهبنا نكذب للملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحهم طلبا لما نظنه من فلاحهم لغيرنا دين الله بالرأي، ثم لم نثق بتحصيل صلاح وتحقيق نجاح، فإنه قد يشيع في ذوي الأمر أن علماء العصر يحرفون الشرع بسببهم...
>
> আমরা যদি শাসকদের কাছে এরকম ভুল কথা বলি আর তাদের জিজ্ঞাসিত মাসআলাগুলোর উত্তর তাদের কল্যাণ বিবেচনায় সমন্বয় করে দেই–এই আশায় যে, এতে তাদের কল্যাণ হবে–তাহলে আমরা যেন নিজস্ব মতের ভিত্তিতে আল্লাহর দীনকে বিকৃত করলাম! আর এতে আমরা প্রকৃত কল্যাণ বা সফলতা অর্জনের কোনো নিশ্চয়তা পাবো না। বরং শাসকদের মাঝে এ ধারণা ছড়িয়ে পড়তে পারে যে, যুগের আলেমগণ তাদের কারণে শরিয়তের অপব্যাখ্যা করেন... (al-Juwaynī 1401H, 223)।

সার্বিক পর্যালোচনা

- 'ইসতিসলাহ' বা জনকল্যাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ইসলামী আইনশাস্ত্রের একটি পরিপূরক নীতিগত ভিত্তি, যা শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্য রক্ষায় সহায়ক।
- 'ইসতিসলাহ'র সংজ্ঞা ও স্বরূপ আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি এমন একটি পদ্ধতি যা সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা কিয়াসে দলীল না থাকলেও মাকাসিদুশ শারীআহ'র আলোকে সমাধান নির্ধারণে সক্ষম।
- ইসতিসলাহ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শর্তনির্ভর একটি শরঈ পদ্ধতি।
- ইসতিসলাহর বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক ফকীহদের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে, তা তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পাঠককে সমালোচনামূলক উপলব্ধির সুযোগ দেয়। যেমন, অধিক সতর্কতার কারণে কেউ কেউ একে দলীল হিসেবে গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এ আশঙ্কা করেছেন যে, স্বার্থপর শাসকরা নিজ খেয়াল বাস্তবায়নে এটি অপব্যবহার করতে পারে। অন্যদিকে একদল ফকীহ ও মুজতাহিদ কঠিন ও জটিলতম পরিস্থিতিতে শরয়ী সমাধানের পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য শর্তসাপেক্ষে সতর্কতার সাথে ইসতিসলাহ পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন।
- ইসতিসলাহর প্রায়োগিক ক্ষেত্র নির্ণয়ে যেসব শর্ত পূরণ করতে হয়, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল: শরীয়তের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা, অপ্রচলিত দলীলের অনুপস্থিতি, বৃহত্তর জনস্বার্থ– ইত্যাদি ।
- সমসাময়িক বাস্তবতায় যেসব নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে, সেগুলোর শরীয়তসম্মত সমাধানে ইসতিসলাহর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।
- সর্বোপরি, ইসতিসলাহ একটি যুগোপযোগী, বাস্তবমুখী ও শরীয়াহ-সম্মত আইনচর্চার কাঠামো, যা ইসলামী আইনের মানবিক ও গতিশীল বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসতিসলাহ একটি সামষ্টিক ও সামগ্রিক কল্যাণনির্ভর পদ্ধতি, যা জনহিতকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে শরীয়াহর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। এই প্রবন্ধে ধারাবাহিকভাবে ইসতিসলাহর সংজ্ঞা ও পরিচিতি, ইসলামী আইনশাস্ত্রের প্রখ্যাত মনীষীদের মতামত, লেখকের বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি, ইসতিসলাহর প্রকারভেদ ও শ্রেণিবিন্যাস, এই পদ্ধতির পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত ও তাদের দলীল, পর্যালোচনা ও সমালোচনামূলক তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধে ইসতিসলাহ পদ্ধতির মৌলিক দিকসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে আরও গভীরতর গবেষণা, সমকালীন সমস্যাবলীর আলোকে ইসতিসলাহর ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং প্রাসঙ্গিক মাসআলাগুলোর ওপর গবেষণা ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিজ্ঞ স্কলারদের সক্রিয় ভূমিকা এ বিষয়ের গবেষণাভিত্তিক পরিধিকে সমৃদ্ধ করবে এবং শরীআহর কল্যাণমূলক রূপকে আরও বাস্তবমুখী করে তুলবে।

Bibiliography

al-Qur'ān al-Karīm

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn al-Ash'ath al-Sijistānī. ND. *Sunan Abī dāwūd*. Edited by: Muḥammad Muḥyi al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah

al-Dārimī, Abū Muḥammad 'Abd Allāh b. 'Abd al-Raḥmān b. al-Faḍl b. Bahrām b. 'Abd al-Ṣamad at-Tamīmī al-Samarqandī. 2000. *Sunan al-Dārimī*. Edited by : Ḥusayn Salīm Asad ad-Dārānī. KSA: Dār al-Mughnī lin-Nashr wa-t-Tawzī'

al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad b. Muḥammad. 1993. *al-Mustaṣfā*. Edited by: Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Shāfī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

Ali, Ahmad. 2024. *Tulonamulok Fiqh : (Comparative Fiqh)*. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre.

al-Juwaynī, 'Abū al-Ma'ālī 'Abd al-Malik b. 'Abd Allāh b. Yūsuf b. Muḥammad. 1401H. *al-Ghiyāthī : Ghiyāth al-Umam fī al-Tiyāsī al-Ẓulam*. Edited by: 'Abd al-'Aẓīm al-Dīb. Maktabah Imām al-Ḥaramain

al-Rabī'ah, 'Abd al-'Azīz b. 'Abd al-Raḥmān b. 'Alī. 1979. "al-'Amal bil Maṣlaḥa" *Majallah Aḍwā al-Sharī'ah,* (10) 86-184

al-Shanqīṭī, Muḥammad al-Amīn b. Muḥammad al-Mukhtār. 2001. *Mudhakkirah fī Uṣūl al-Fiqh*. Medina: Maktabah al-'Ulum wa al-Ḥikam

al-Shāṭibī, Ibrāhīm b. Mūsā b. Muḥammad al-Lakhmī. 1992. *al-I'tiṣām*. KSA: Dār Ibn 'Affān

- 1997. *al-Muwāfaqāt*. Edited by: Ibn Ḥasan Āl Slamān. Dār Ibn 'Affān.

al-Subkī, Tāz al-Dīn 'Abd al-Wahhāb b. 'Alī. 1991. *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Edited by: 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd & 'Alī Muḥāmmad Mu'awwiḍ. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

al-Zarkashī, Abū 'Abd Allāh Badr al-Dīn Muḥammad b. 'Abd Allāh. 1994. *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*. Egypt: Dār al-Kutubī

al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. 1988. *al-Istiṣlāḥ wa al-Maṣāliḥ al-Mursalah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Fiqhuhā*. Damascus: Dār al-Qalam

al-Zuḥaylī , Muḥammad Muṣṭafā. 2006. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damascus: Dār al-Khair

Fazlur Rahman, M. 2017. *al-Mu'jam al-Wāfī*. Dhaka: Riyad Prakashani

Ibn 'Abd al- Salām, Abū Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz. 1991. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Edited by: Tāhā 'Abd al-Raūf Sa'ad. Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah

Ibn al-Hummām, Kamāl al-Dīn Muḥammad b. 'Abd al-Wāḥid b. 'Abd al-Ḥamīd. 1351H. *al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*. Egypt: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī

Ibn Amīr Ḥājj, Abū 'Abd Allāh Shams al-Dīn Muḥammad b. Muḥammd. 1983. *al-Taqrīr wa al-Taḥbīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

Rahman, Md. Habibur. 2020. *Maqasid as-Shariah (The objectives of Islamic Law)*. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre.

Ruhul Amin, Md. 2023. *Islami Ainer Utsha (Sources Of Islamic Law)*. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre.

The Board Of Editors. 2006. *Islami Bishwakosh (The Encyclopaedia of Islam in Bengali)*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh

Zaydān, 'Abd al-Karīm. ND. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Cairo: Muwassasah Qurṭubah